



5219 - বিভিন্ন বার্ষিকীতে অংশগ্রহণ করার শরয়ি বিধান

প্রশ্ন

বিভিন্ন বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার শরয়ি বিধান কী? যমেন- বশ্বি পরবার দবিস, বশ্বি প্রতবিন্দী দবিস, আন্তর্জাতিকি প্রবীণ বছর। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যমেন- মরোজ দবিস পালন, মলিাদুননী বা নবীর জন্মবার্ষিকী কথিবা হজিরত বার্ষিকী পালন করার হুকুম ক। অর্থাৎ এ উপলক্ষে মানুষকে ওয়াজ-নসহিত করার উদ্দেশ্যে কিছু প্রচারপত্র প্রস্তুত করা, আলোচনাসভা বা ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা ইত্যাদি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। আমার কাছে যা অগ্রগণ্য তা হচ্ছে- য়ে দবিসগুলো বা সমাবেশগুলো প্রতবিছর ঘুরে ঘুরে আসে সেগুলো বদিআতী ঈদ বা নবপ্রচলতি উৎসব। এগুলো ইসলামি শরয়িতে নব-সংযোজন; য়েগুলোর পক্ষে আল্লাহ তাআলা কোন দলি-প্রমাণ নাযলি করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা নব-প্রচলতি বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকবে। কারণ প্রতিটি অভিব বিষয়— বদিআত। আর প্রতিটি বদিআত হচ্ছে— ভ্রান্তি।” [মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তরিমযি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলছেন: “প্রতিটি কওমরে ঈদ (উৎসব) আছে। এটি আমাদরে ঈদ।” [সহি বুখারি ও সহি মুসলমি]

ইবনে তাইমযিা প্রণীত “ইকতদিউস সরিতালি মুস্তাকমি লি মুখালফিত আসহাবলি জাহমি” নামক গ্রন্থে ইসলামী শরয়িতে ভিত্তি নই এমন নবপ্রচলতি ঈদ-উৎসব পালনরে নিন্দাসূচক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ ধরনের বদিআতরে প্রচলনে দ্বীনরে কিক্ষতি হয় তা সকল মানুষ জানে না; বরং অধিকাংশ মানুষ-ই জানে না। বিশেষতঃ এ ধরনের বদিআত যদি শরয়িত অনুমোদতি কোন ইবাদত শ্রণীয় হয়। শুধু প্রজ্ঞাবান আলমেগণ এ ধরণরে বদিআতরে ক্ষতিকির দকি উপলব্ধিকরতে পারনে।

যদিও মানুষ ভাল দকি বা ক্ষতিকির দকি বুঝতে না পারে তদুপরিতাদরে কর্তব্য হচ্ছে— কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা।

যে ব্যক্তি বিশেষে কোনদবিসে বিশেষে রোজা, নামায, ভোজ, সাজ-সজ্জা, বিশেষে খরচ ইত্যাদি আমলরে প্রচলন করে তার এ আমলরে সাথে অবশ্যই অন্তররে বিশ্বাস জড়তি। অর্থাৎ এ দিনি অন্য কোন দিনরে চেয়ে উত্তম— এ বিশ্বাস। যদি সে ব্যক্তির অন্তরে অথবা তার অনুসারীর অন্তরে এ বিশ্বাস না থাকত তাহলে এ বিশেষে দিনি বা রাত্রে বিশেষে ইবাদত করার



জন্য অন্তর উদ্যোগী হত না। অথচ যথাযোগ্য দলিল ছাড়া কোন বধিানকে প্রাধান্য দয়াে জায়যে নহে। স্থান, কাল ও গণজমায়তে এ তনিটকিহে ঈদ বলা হয়। এ তনিটি থকে আরো অনকে বদিআত উৎসারতি হয়। যমেন- তনি প্রকার সময়রে মধ্যযে স্থানকনেদ্রকি ও করমকনেদ্রকি কছি বদিআতী উৎসব অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার: যদেনিকে মূলতই ইসলামী শরয়িত শ্রেষ্টত্ব দয়েনি। এ দিনরে ব্যাপারে সলফে সালহেইনগণরে নকিট কোন আলোচনা নহে। এ দিনকে বশিষেত্ব দয়োর মত অনবিার্য কছি নহে। দ্বিতীয় প্রকার: যে দিনে বশিষে কোন ঘটনা ঘটছে; যরূপ ঘটনা অন্য দিনেও ঘটতে পারে। তবে তা এ দিনকে বশিষে মটৌসুম হসিবে সাব্যস্ত করে না এবং সলফে সালহেইন এ দিনকে বশিষেত্ব দতিনে না। সুতরাং যে ব্যক্তি বশিষেত্ব দবি সযে যনে খ্রিস্টানদরে অনুকরণ করল; যারা ঈসা (আঃ) এর স্মৃতিবিজিড়তি যে কোন দিনকে ঈদ হসিবে পালন করত অথবা ইহুদীদরে অনুকরণ করল। ঈদ পালন- ইসলাম শরয়িতরে একটি বধিান। সুতরাং আল্লাহ যে বধিান দয়িছেনে সটৌই পালন করতে হব; ইসলামরে বাইরে কছি প্রচলন করা যাবে না। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানগণ কর্তৃক ঈসা (আঃ) এর জন্মদবিস পালনরে অনুকরণে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতিভালবাসা ও সম্মান দখোতে গয়িে কছি কছি লকে যা কছির প্রচলন করছে সলফে সালহেইনগণ এসব করেননি। অথচ যদি এটা নকে আমল হতো তাহলে তাঁরা সটৌ না করার কোন কারণ নহে। তৃতীয় প্রকার: ইসলাম শরয়িতে যে দিনগুলো সম্মানতি ও মর্যাদাপূরণ হসিবে স্বীকৃত যমেন- আশুরার দিন, আরাফার দিন, দুই ঈদরে দিন ইত্যাদি আত্মপ্রবৃত্তির অনুসারীগণ কর্তৃক এ দিনগুলোতে অভনিব কছি আমল চালু করা হয় এবং এ বশি্বাস করা হয় যে, এ আমলগুলো পালন করা মর্যাদাপূরণ; অথচ এগুলো মন্দ ও অননুমোদতি। যমেন- রাফজৌ সম্প্রদায়রে আশুরার দিন পানি পান না করা ও শোক প্রকাশ করা ইত্যাদি। এগুলো নব-উদ্ভাবতি— আল্লাহ এসবরে বধিান জারী করেননি, আল্লাহর রাসূল জারী করেননি, সলফে সালহেইনগণ এসব করেননি, এমনকি রাসূলে পরবিাররে কটেও করেননি। অপরদকি শরয়িতরে অনুমোদনরে বাইরে গয়িে প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রতি বছরে ধারাবাহিকভাবে সমবতে হওয়া— পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামাজ, ঈদরে নামায ও হজ্জরে জন্ম সমবতে হওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূরণ। তাই এটনিবপ্রচলতি বদিআত। এ বিষয়ে মটৌকি কথা হলো—সময় ঘুরলে শরয়িতরে যে ইবাদতগুলো পুনঃপুনঃ আদায় করতে হয় আল্লাহ তাআলা নজিহে বান্দার জন্ম সগেলোর বধিান দয়িে দয়িছেনে; সগেলোই বান্দার জন্ম যথেষ্ট। এরপর যদি নিতুন কোন সমাবশে চালু করা হয় এটা বধিান আরোপরে ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে পাল্লা দয়োর তুল্য। এর ক্ষতকির দকিগুলোর কছি অংশ ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়ছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বশিষে বা গোষ্ঠী বশিষে যদি অনয়িমতিভাবে কোন আমল করে সটৌ এ পর্যায়ে পড়বে না।[সংক্ষেপে সমাপ্ত] এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায়: কোন মুসলমানরে জন্ম এ দবিসগুলো উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করা জায়যে নয়, যে দবিসগুলো প্রতিবিছর পালন করা হয়, প্রতিবিছর ঘুরে আসে। যহেতে এগুলো মুসলমানদরে ঈদ-উৎসবরে সাথে সাদৃশ্যপূরণ; যমেনটি ইতপূর্বেই আমরা তুলে ধরছে। আর যদি পুনঃপুনঃ পালতি না হয় এবং মুসলমানগণ এ অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মানুষরে কাছে সত্য পটৌছে দতি পারে তাহলে ইনশাল্লাহ এতে কোন অসুবিধা নহে। আল্লাহই ভাল জাননে।